বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বিভাগীয় কার্যালয়,চট্টগ্রাম

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,বিভাগীয় কার্যালয়,চট্টগ্রাম এর "নৈতিকতা কমিটির"সভার কার্যবিবরণী ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর আলোকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় কার্যালয়,চট্টগ্রামে গঠিত নৈতিকতা কমিটির ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ১ম সভা বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ শফিউল আজম এর সভাপতিত্বে ২৯.০৯.২০২১ ইং বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয় । সভায় নিম্নোক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন :

(ক) জনাব মো:ইউনুচ,সহকারী মহাব্যবস্থাপক(উপ-মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্বে),বিকেবি,বিভাগীয় কার্যালয়,চট্টগ্রাম ও সদস্য

(খ) জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ, কর্মকর্তা(অবাক), বিকেবি,বিভাগীয় কার্যালয়,চট্টগ্রাম ও সদস্য

(গ) জনাব শিরীন আক্তার,উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা, বিকেবি,বিভাগীয় কার্যালয়,চট্টগ্রাম ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

০২। দক্ষতা ও জ্ঞান হলো সফলতার/উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। যে কোন প্রতিষ্ঠানের বাস্তব সফলতা অর্জনে শুদ্ধাচার চর্চার বিকল্প নেই। তবে এর নেতিবাচক প্রয়োগ কখনোই কল্যান বয়ে আনতে পারে না। ব্যক্তিগত,কর্মক্ষেত্র ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে শুদ্ধাচার চর্চার গুরুত্ব বিশদ বর্ণনার মাধ্যমে সভাপতি মহোদয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তাই, দক্ষতা ও জ্ঞানের সাথে কর্তব্যনিষ্ঠা,সততা,সময়ানুবর্তিতা,আইনের প্রতি আনুগত্যতা তথা শুদ্ধাচারের যাবতীয় বিষয়ের সু-সমন্বয় প্রয়োজন। সুশাসন নিশ্চিতকরণে শুদ্ধাচার অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন বলে সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন,পরিবার,সমাজ,কর্মক্ষেত্র,রাষ্ট্র তথা জীবনের প্রতিটি অংশ থেকে ব্যক্তি শুদ্ধাচারের শিক্ষা অর্জন করে তা বাস্তবজীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।বর্তমানে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন খাতের পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতেও নানামুখী দূর্নীতি পরিলক্ষিত হওয়ায় শুদ্ধাচার কৌশল প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ অতীব জরুরি বলে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষন করেন। ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যাক্তিগত নৈতিকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দূর্নীতিমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিগত সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় যার বিবরন নিম্নরুপ :

০১)ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সকল ক্ষেত্রে তথা বিকেবি'র কর্মপরিসরে শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখা ও মুখ্য আঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

০২) আর্থিক ব্যবস্থাপনা বা অন্য যে কোন বিষয়ে অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তা চিহ্নিতকরনের উপায় হিসেবে দৃষ্টিগোচর সথানে অভিযোগ বাক্স অধিকাংশ শাখায় ও সকল কার্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে । যে সকল শাখায় এখনও অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়নি, সে সকল শাখাকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ বাক্স স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করতে হবে (সংশ্লিষ্ট মুখ্য অঞ্চল/অঞ্চল প্রধানের মাধ্যমে)।

০৩)খেলাপি ঋণ সংস্কৃতি থেকে মুক্তিকল্পে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ আদায়ে বিশেষ কর্মসূচি হিসাবে দ্বি-পাক্ষিক সভা আয়োজনের বিষয়টি চলমান রাখতে হবে ও এ বিষয়ে কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন জোরদার করতে হবে।

০৪)বিভাগীয় কার্যালয়,চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি শাখাকে ডিজিটালাইজড করার বিষয়ে আঞ্চলিক ও প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং শাখা সমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা আধুনিক প্রযুক্তি বিশেষ করে কম্পিউটার পরিচালনায় ভীতি/অনীহা দূর করে আন্তরিকতার সাথে স্বউদ্যোগে দক্ষ হতে সচেষ্ট হবেন। নির্ধারিত শাখাসমূহে জেনারেটর ও কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রি সরবরাহের কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করতে হবে।

০৫)সংশ্লিষ্ট সকলে সততার সাথে মানি লন্ডারিং রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন।

০৬) শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অঞ্চল প্রধানগণ নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বিকেবি,বিভাগীয় কার্যালয়,চট্টগ্রাম এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।এ বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা,উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা,বিকেবি,বিভাগীয় কার্যালয়,চট্টগ্রাম কে আরও তৎপর হতে হবে।

চলমান পাতা-০২

০৭) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শাখা পরিদর্শন শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে(বিকাচ,সকল মুখ্য অঞ্চল ও কার্যালয়সমূহ)।

০৮) প্রাতিষ্ঠানিক গনশুনানী বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

০৯) কোভিট-১৯ মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত প্রনোদনা প্যাকেজের বাস্তবায়ন সর্ম্পকিত BKB Loan Disbursment,Under Covid-19 Stimulus Package Portal লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

১০) প্রকাশ্যে ও গুনীজনদের উপস্থিতিতে ঋণ প্রদান কার্যক্রম সকল শাখাসমূহে জোড়দার করতে হবে।

১১) শাখাসমূহে কম্পিউটারাইজেশন প্রক্রিয়া জোড়দারকরনের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি করতে হবে।

১২) ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইড লাইন-২০১৯ এর নির্দেশনা যথাযতভাবে পরিপালন করতে হবে।

১৩) পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬(৬০ অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা করতে হবে।

১৪) কোভিট-১৯ বর্তমান বিশ্বে সংক্রমনের প্রবনতা চলমান। সকল স্তরে ব্যাংক কর্মীদের অত্যন্ত সচেতনতার সাথে স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অধিকতর তৎপর ও যত্নবান হতে হবে(বিকাচ,সকল মুখ্য অঞ্চল ও কার্যালয় সমূহ)।

১৫) শাখা পর্যায়ে সকল গ্রাহকদের সাথে সৌজন্যমূলক ও আন্তরিক মনোভাব পোষন করে ব্যাংকের দায়িত্ব পালন করতে হবে,যাতে ব্যাংকের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয় (বিকাচ,সকল মুখ্য অঞ্চল ও কার্যালয় সমূহ)।

১৬)বর্তমান ০১টি বিভাগীয় শৃঙ্খলা জনিত মোকদ্দমার তথ্য ঃ

ক) মোকদ্দমা নম্বর ০৪/২০১৯-২০, তারিখ: ০১.১২.২০১৯ পত্র নং-২১৪৯। জনাব তাজুল ইসলাম,বিকেবি,গাছুয়া শাখা(বর্তমানে বিকেবি,আদমপুর শাখা,কিশোরগঞ্জে কর্মরত) ইতোপূর্বে বিভিন্ন শাখায় মাঠকর্মকর্তার দায়িত্বপালনকালে একই ব্যক্তিকে একাধিক ঋণ প্রদান,আইও রশিদ এর মাধ্যমে আদায়কৃত টাকা যথাসময়ে ব্যাংকে জমা না করা, গ্রাহকের সাথে দূর্ব্যবহার,উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে অসদাচরনমূলক অপরাধ করায় বিভাগীয় মোকদ্দমা রজু করা হয়েছে।তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া গেছে। অভিযুক্ত কর্মকর্তা কে অত্র কার্যালয় কর্তৃক ২০.০৪.২০২১ইং তারিখের পত্র নম্বর-৩৮৬৩(১৭) মূলে চুড়ান্ত নোটিশ জারী করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জবাব দানের জন্য সময় বর্ধনের আবেদন করেন। অত্র কার্যালয় কর্তৃক সময় বর্ধনের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২০.০৬.২০২১ ইং তারিখে জবাব প্রদান করেন। অত্র কার্যালয়ের **০৮.০৯.২০২১ ইং** তারিখের কর্মী সংক্রান্ত ঘোষণা নং-বিকাচ(প্রশা)৮(১) গাছুয়া (আদমপুর শাখা) (২০১৯-২০২০)/(২০২১-২০২২/৭০৫(১৫) মূলে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৮ এর ৩৯(১)(খ)(আ) প্রবিধি অনুসারে তার মাসিক বেতন হতে ৩৩,৪০০/-(তেত্রিশ হাজার চারশত) টাকা মূল বেতনের এক-তৃতীয়াংশ হারে কর্তন করে বিকেবি,পাঁচুরিয়াদিঘীর পাড় শাখা,পটিয়া এর আয় খাতে জমা করার আদেশ দেন। যদি তার চাকুরীকালে উক্ত টাকা কর্তন শেষ না হয় তাহা হইলে অবশিষ্ট টাকা তার চুড়ান্ত অবসর গ্রহনকালে অবসরোত্তর প্রাপ্য সুবিধাদি হইতে এককালীন কর্তন করার জন্যও আদেশ দেন। মামলা নিষ্পন্ন।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর আওতায় নির্ধারিত ছকে বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। (কার্যকরনঃ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা,বিকেবি,বিভাগীয় কার্যালয়,চট্টগ্রাম) ।

খ) সার্বিকভাবে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকের সকল কে সদ্য চালুকৃত ০৬টি ডিপোজিট স্কীমসহ সঞ্চয়ী ও চলতি হিসাব খুলে আমানত সংগ্রহ জোরদার করার বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

চলমান পাতা-০৩

সভাপতি মহোদয় সভায় গৃহীত উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কে অনুরোধ এবং উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষনা করেন ।

(শিরীন আক্তার)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা
বিকেবি
বিভাগীয় কার্যালয়,
চট্টগ্রাম
ও
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

(মঈন উদ্দিন আহমেদ)
কর্মকর্তা(অবাক)
বিকেবি
বিভাগীয় কার্যালয়,
চট্টগ্রাম
ও
সদস্য

(মোঃ ইউনুচ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক(দায়িত্বে)
বিকেবি
বিভাগীয় কার্যালয়
চট্টগ্রাম
ও
সদস্য

(মোঃ শফিউল আজম)
মহাব্যবস্থাপক
বিকেবি,বিভাগীয় কার্যালয়,
চট্টগ্রাম
ও
সভাপতি

সূত্র নং-বিকাচ(পরি)১১(২৬)/২০২১-২০২২/১০১৬

তারিখঃ ২৯.০৯.২০২১খ্রিঃ

অবগতি ও কার্যকরনে অনুলিপিঃ-

১। উপ-মহাব্যবস্থাপক, শাখা নিয়ন্ত্রন ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ,বিকেবি,প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, আগ্রাবাদ/চট্টগ্রাম কর্পোরেট শাখা,চট্টগ্রাম।
৩। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক,বিকেবি,চট্টগ্রাম বিভাগ।

(মোঃ ইউনুচ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক(দায়িত্বে)